ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিয়ের যে উপহার পেয়ে আপ্লুত সোনাক্ষী

পৃঃ ৫

৮১ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে বার্নাব্যুতে এমবাপ্পের অভিষেক অনুষ্ঠান

পৃঃ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৯৪ ● কলকাতা ● ০১ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১৭ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিজেপির নিজতলা কর্মীদের মধ্যে

ক্ষোভ প্রকাশ করছে ইডি ও সিবিআই নির্ভরতা নিয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য নিয়ে আলোড়ন শুরু হয়েছে দলের মধ্যেই। ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর সুকান্ত যখন 'এজেন্সি নির্ভরতা' ছেড়ে সংগঠন পোক্ত করার কথা বলেছেন, তখন দলেরই জেলা স্তরের নেতাদের অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, সংগঠনের ভাবনা ছেড়ে সিবিআই, ইডির 'জুজু' দেখানোর কৌশল তো রাজ্য স্তরের দু'এক জন নেতাই নিয়েছিলেন!তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রত্যাশিত ভাবেই বিজেপির উদ্দেশে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''শুভেন্দু বাংলা থেকে বিজেপিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাতে সঙ্গত করছেন সুকান্ত। আমরা আগেই বলেছিলাম, ইডি-সিবিআইকে তাদের শাখা সংগঠনে পরিণত করেছে বিজেপি। সুকান্তের কথায় সেটাই আরও এক বার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।''তা হলে তার 'দায়' নিচুতলার কর্মীদের উপর চাপিয়ে লাভ কী?

গত রবিবার সুকান্তের কর্মসূচি ছিল হুগলিতে। ওই জেলার পান্ডুয়া এবং হিন্দমোটরে সুকান্ত যা বলেছিলেন, তার অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দমোটরের সভায় সুকান্তকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "দাদা, সিবিআইকে বলুন একে অ্যারেস্ট করিয়ে দিতে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা জিতে যাব। হবে না! ওকে জেলে ঢুকিয়ে দিন, জিতে যাব। হবে না!" এর পরেই উদাহরণ দিয়ে সুকান্ত বলেন, "অনুব্রত মণ্ডল তো জেলে ছিলেন। আছেন তো জেলে? বীরভূম জিতেছি আমরা?" বিজেপির রাজ্য সভাপতি এ-ও বলেন, "আপনি পরিশ্রম করে যদি সংগঠন

এরপর ৩ পাতায়

মন্ত্রিসভায় ছোটখাটো একটা রদবদল হতে চলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মন্ত্রিসভায় ছোটখাটো একটা রদবদল হতে চলেছে। বর্তমানে ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশের আয়োজন নিয়ে গোটা দলের ব্যস্ততা তুঙ্গে। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে আজকালের মধ্যে মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনে ছোটখাটো বদল আনতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বারাকপুরের সাংসদ হওয়ার পর পরিষদীয় রীতি মেনে বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন পার্থ ভৌমিক। নৈহাটির বিধায়ক পার্থবাবু ছিলেন সেচ ও জলপথ দপ্তবের মন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পদে অভিজ্ঞ মানস ভুঁইয়ার নাম সর্বাধিক বিবেচনায় রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পর্বে উত্তরবঙ্গের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দপ্তর রদবদলও প্রায় চূড়ান্ত। অচিরাচরিত শক্তির মতো দপ্তরের দায়িত্ব তিনি পেতে পারেন, এমনটাই চর্চায় রয়েছে। ওই দপ্তরের প্রধান সচিবও এদিনই বদল করেছেন মমতা। এর আগে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রিসভায় ছোটোখাটো রদবদল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।সেই সময় বাবুল সুপ্রিয়, ইন্দ্রনীল সেন, প্রদীপ মজুমদার ও অরূপ রায়ের দপ্তর পরিবর্তন করা হয়েছিল। রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্য ও বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকেরও দায়িত্ব পরিবর্তন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, বর্তমানে রেশন দুর্নীতির দায়ে জেলবন্দি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু।

জানা যাচ্ছে ১৫ অগস্টের আগেই সরকার ও সংগঠনে রদবদল আনতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে প্রশাসনিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, রদবদলে কারও ওপর আরও দায়িত্ব যেমন দেওয়া হবে তেমনি কারও দায়িত্ব কমানোও হতে পারে।

রদবদলের এই পর্ব আলোচিত হচ্ছে তিন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে ঘিরে। এঁদের মধ্যে একজন উত্তরবঙ্গের, একজন দক্ষিণবঙ্গের এবং শেষজন দক্ষিণ কলকাতার। এঁরা ছাড়াও সদ্য নির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে কেউ মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পান কি না, সেটাও এখন চর্চায়। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, রাজভবন-নবান্ন সংঘাত পর্বে নতুন কাউকে মন্ত্রিসভায় নিতে হলে, তাঁকে শপথ নেওয়াবেন রাজ্যপাল।এই ছোটখাটো রদবদলের আগে সোমবার একঝাঁক শীর্ষ আমলার দপ্তর বদল সংক্রান্ত ফাইলে সই করেছেন মমতা। এরকম দপ্তর বদল আরও কিছু হবে বলে জানা গিয়েছে।

কেদারনাথ থেকে চুরি হয়ে গেল

২২৮ কেজি সোনা এর হিসেব কে দেবে অভিযোগ তুললেন শংকরাচার্য

বেবি চক্রবর্ত্তী : মুম্বাই : নিউজ সারাদিন : বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। তিনি বলেছেন, কেদারনাথ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ২২৮ কেজি সোনা। দিল্লিতে কেদারনাথ মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ।এদিন মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, কেদারনাথে সোনা কেলেঙ্কারি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ উঠছে না কেন? সেখানে কেলেঙ্কারি করার পর এখন দিল্লিতে কেদারনাথ তৈরি হবে? এবং তারপর আরেকটি কেলেঙ্কারি হবে। কেদারনাথ থেকে ২২৮ কেজি সোনা উধাও। কোনও তদন্ত শুরু হয়নি। এর জন্য দায়ী কে?এখন বলছে তারা দিল্লিতে কেদারনাথ নির্মাণ করবে, এটা হতে পারে না।"

দিল্লির বুকে কেদারনাথ মন্দির নির্মাণ নিয়ে তৈরি হলো বিতর্ক। আর এই বিতর্কের জেরে উঠে এলো কেদারনাথ মন্দির থেকে সোনা গায়েবের প্রসঙ্গ। প্রশ্ন তুললেন খোদ শঙ্করাচার্য অভিমুক্তেশ্বরানন্দ স্বামী। তাঁর প্রশ্ন, কেন সংবাদ মাধ্যম সরব হচ্ছে না কেদারনাথ মন্দির থেকে সোনায় গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনায়।১০ জুলাই উত্তর পশ্চিম দিল্লির বুরারির কাছে হিরাঙ্কি পাড়ায় এই মন্দিরের ভূমি পূজায় অংশগ্রহণ করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। ঐদিন সেখানে একটি নতুন কেদারনাথ মন্দির নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়েছিল।

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায়

নিহত এক যুবক

বেবি চক্রবর্ত্তী: শ্রীনগর: নিউজ সারাদিন : কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহত দার্জিলিংয়ের যুবক। নিহতের নাম ব্রিজেশ থাপা। বয়স হয়েছিল ২৭ বছর। সোমবার কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গি হামলায় ব্রিজেশ সহ ৪ সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়। ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা ছিলেন দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বাসিন্দা। ১৪৫ আর্মি এয়ার ডিফেন্সে কর্মরত ছিলেন। আগামিকাল তাঁর কফিনবন্দি দেহ ফিরবে বাগডোগরায়। তার পর লেবংয়ের বাড়ি রওনা হবে তাঁর মরদেহ। জওয়ানের মৃত্যুতে শোকতপ্ত পাহাড়। শোক প্রকাশ করেছেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপাও। ডোডা টাইন থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে সোমবার সন্ধ্যেয় গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। পিছু হঠবার পথ না পেয়ে নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা আক্রমণ চালায় সেনাবাহিনী। দীর্ঘক্ষণ ধরে দুপক্ষের গুলির লড়াই চলার পর এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। ফের জঙ্গলের মধ্যে শুরু হয় এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই। তাতেই আহত হন এক সেনা অফিসার-সহ ৫ জওয়ান। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ৪ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও একজন।এখানে আরো জঙ্গী আছে বলে মনে করেন সেনা বাহিনী।

সর্প দিবসে পশুপ্রেমী বনমালী তপাদার

সাপ না মারআর অনুরোধ করেন

হুগলি: নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার ১৬ ই জুলাই বিশ্ব সর্প দিবস।সেই উপলক্ষে মিলন গড়ের বাসিন্দা পশুপ্রেমী ও বলা গড় নির্বাক নির্ভর সমিতির সম্পাদক শ্রী বনমালী তপাদার বলেন কোথাও সাপের দেখা মিললেই যার ডাক পড়ে সাপ উদ্ধারে। নিজের জীবন বাজি রেখে বিনা পারিশ্রমিকে গাড়ির তেল পুড়িয়ে সেটিকে সে উদ্ধার করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেন।তিনি বলেন সাপ দেখা গেলে না মেরে লোকাল সর্প প্রেমিদের খবর দেন।সাপ কারো ক্ষতি করেনা তাদেরকে আগাত না করলে।

তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ধারা অব্যাহত

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর বিধান সভার অন্তর্গত মাকড়দহ কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির নির্বাচনের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস।৪ঠা আগষ্ট এই সমবায় সমিতিতে পরিচালন সমিতির নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। শেষের দিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর দেখা গেল বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে কোনো মনোনয়নপত্র জমা পড়ে নি। এই সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির আসন সংখ্যা ৬৮ । বিরোধী দল গুলির পক্ষ থেকে কোনো আসনেই মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায় নির্বাচনের আগেই ৬৮ টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। উল্লেখ গত ১৯৭০ সাল থেকে ২০২৪ এই টানা ৫৪ বছর মাকড়দহ কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতি বামেদের দখলে ছিল।২০১১ সালে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের পরে ও এত দিন কিন্তু এই সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন হয় নি। এবার ক্ষমতার পরিবর্তন হল। মাকড়দহ কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ক্ষমতা ৫৪ বছর পর পরিবর্তন হওয়ায়, ডোমজুর, মাকড়দহ, জগৎবল্লভপুর

এরপর ৩ পাতায়

টেন্ডার

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide **NIeT No. 1/2nd Call/Rampara-I GP/2024-2025** and **NIeT No 4/2nd Call/Rampara-I GP/2024-2025** with **Vide Memo No. - 172/Rampara-I/15th CFC (Tied)/2023-24, 173/Rampara-I/15th CFC (Tied)/2024-25 Dated:- 15/07/2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **27/07/2024 up to 12.00 Hours.** Interested contractors may visit NOTICE BOARD of Rampara-I Gram Panchayat, under Beldanga-II Block, MSD.

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালবে তারকেশ্বরে

হুগলি: নিউজ সারাদিন : তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ (জুলাই - আগস্ট) মাসে শিবের 'জলাভিষেক' এর জন্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা শিবের 'জলাভিষেক' এর জন্য তারকেশ্বরে আসেন। শ্রাবণী মেলার সময়, তারকেশ্বর এবং শেওড়াফুলি স্টেশনে প্রচুর ভক্তদের ঢল দেখা যায়, যারা উৎসব ও ধর্মীয় রীতিতে অংশ নিতে আসেন। ভক্তদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বরে ছয় (৬) জোড়া অতিরিক্ত ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা হাওড়া-তারকেশ্বর শাখায় সব রবিবার, সোমবার এবং অন্যান্য উৎসবের দিনগুলিতে চলবে। পাশাপাশি হাওড়া থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য, ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে সকাল ০৪:০৫ এবং দুপুর ১২:৫০ এ ছাড়বে এবং যথাক্রমে সকাল ০৫:৩৫ এবং দুপুর ০২:২০ এ তারকেশ্বরে পৌঁছাবে। একই ভাবে, শিব দর্শনের পর ভক্তদের হাওড়া ফেরত নিয়ে আসার জন্য, ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি তারকেশ্বর থেকে সকাল ১০:৫৫ এবং রাত ০৯:১৭ এ ছাড়বে এবং যথাক্রমে দুপুর ১২:৩০ এবং রাত ১০:৪৫ এ হাওড়ায় পৌঁছাবে। এছাড়াও, শেওড়াফুলি থেকে সাধারণত পবিত্র গঙ্গার জল তারকেশ্বরে জলাভিষেকের জন্য নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব বিবেচনা করে, পূর্ব রেলওয়ে শেওড়াফুলি এবং তারকেশ্বরের মধ্যে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। শেওড়াফুলি - তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল শেওড়াফুলি থেকে সকাল ০৬:৫৫, সকাল ০৯:২০, বিকেল ০৪:২০ এবং সন্ধ্যা ০৭:৪০ এ ছাড়বে এবং যথাক্রমে সকাল ০৭:৪৫, সকাল ১০:১৫, বিকেল ০৫:১০ এবং রাত ০৮:৩০ এ তারকেশ্বরে পৌঁছাবে। অপরদিকে, তারকেশ্বর - শেওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল তারকেশ্বর থেকে সকাল ০৫:৫৫, সকাল ০৮:১০, দুপুর ০২:৫০ এবং সন্ধ্যা ০৬:৪০ এ ছাড়বে এবং যথাক্রমে সকাল ০৬:৪৫, সকাল ০৯:০৩, বিকেল ০৩:৪০ এবং সন্ধ্যা ০৭:৩০ এ শেওড়াফুলিতে পৌঁছাবে।

পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, "নিয়মিত ট্রেনের পাশাপাশি, এই ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার সময় সব রবিবার, সোমবার এবং অন্যান্য উৎসবের দিনগুলিতে চালানো হবে, যেমন ১৭.০৭.২০২৪, ২১.০৭.২০২৪, ২২.০৭.২০২৪, ২৮.০৭.২০২৪, ২৯.০৭.২০২৪, ০৪.০৮.২০২৪, ০৫.০৮.২০২৪, ১১.০৮.২০২৪, ১২.০৮.২০২৪, ১৫.০৮.২০২৪, ১৮.০৮.২০২৪ , ১৯.০৮.২০২৪। এই বিশেষ ট্রেনগুলি রুটের সব স্টেশনে থামবে।

শিক্ষার্থীদের মৃত্যুতে নতুনধারার শোক প্রকাশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোটা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ দাবি করেছে ছাত্র-যুব-জনতার রাজনৈতিক মেলবন্ধন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি। ১৬ জুলাই প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী, প্রেসিডিয়াম মেম্বার বোর্ডের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষকবন্ধু আবদুল মান্নান আজাদ, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নূরজাহান নীরা, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রী, যুগ্ম মহাসচিব মনির জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, শেখ লিজা প্রমুখ এক বিবৃতিতে আরো বলেন, নির্মমভাবে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের উপর এমন হামলা ন্যাক্কারজনক। এই হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনা না হলে ইতিহাসে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতিটি সুবিধাভোগি। বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয়- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশী জাতির পিতা, তাহলে তাঁর সন্তানদের দেশে কিভাবে ভিন্ন চিন্তা থেকে কোটা বৈষম্য করা হচ্ছে। এই বৈষম্য নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি।

মমতার বন্ধন চাই চুবকা ও মনিদহ

সুমন পাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : কংসাবতীতে সেতু চাই জঙ্গলমহল। রাজনৈতিক কুটকাচালির মাঝে সেতুর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলো দুই গ্রাম। কংসাবতীর একপাড়ে ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুবকা গ্রাম পঞ্চায়েতের চুবকা গ্রাম নদীর অপর পাড়ে মেদিনীপুর সদর ব্লকের মনিদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মনিদহ গ্রাম দুই গ্রামের বাসিন্দারা চাইছেন, স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। পাশাপাশি ফেরিঘাটের রাস্তাও তৈরি করে দেওয়া হোক। বাজার, হাসপাতাল যেতে গেলে চুবকা গ্রামের বাসিন্দাদের নদীতে নৌকা কিংবা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। স্থায়ী কোনও ফেরিঘাট নেই। তাই অস্থায়ী ফেরিঘাট দিয়েই যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। বর্ষায় ফেরিঘাটের রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। জলকাদা ভেঙে যাতায়াত করতে গিয়ে রীতিমতো দুর্ভোগ পোহাতে হয় দুই গ্রামের বাসিন্দাদের। এই সাঁকোর দুই প্রান্ত শুধু দুটো গ্রামের মিলন ঘটায় নি ঘটিয়েছে দুটো গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটো ব্লকের দুটো বিধানসভার দুটো লোকসভার দুটো থানার দুটো মহাকুমার এমনকি দুটো জেলারও মিলন। দুই গ্রাম যেন প্রশাসনিকভাবে দুই আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত। প্রতিদিন চুবকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে কর্মসূত্রে নদী পার হয়ে আসতে হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার, স্কুল, কলেজ থেকে প্রশাসনিক যেকোনও কাজেই চুবকা গ্রামের বাসিন্দারা মেদিনীপুরে ছুটে আসেন। অপরদিকে সমস্ত প্রশাসনিক কাজে ছুটে যান ঝাড়গ্রাম। তবে স্থায়ী ফেরিঘাট না থাকায় মাটির রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। বর্ষা এলে দুর্গম হয়ে ওঠে ফেরিঘাট। সাইকেল ভ্যান নিয়েও যাওয়া যায় না। দুই গ্রামেরই বাসিন্দারা কৃষিকাজ উপরেই নির্ভরশীল। তাই অনেকেই সব্জি নিয়ে প্রতিদিন নদী পেরিয়ে যাতায়াত করেন। সব্জি ভর্তি সাইকেল, ভ্যান নিয়ে ঐ রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যায় বাসিন্দাদের। তাঁরা চাইছেন স্থায়ী পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হোক। নাম হোক মমতার বন্ধন।

স্থানীয় এক বাসিন্দা শ্যামসুন্দর মন্ডল বলেন বৃদ্ধ থেকে বৃদ্ধা ছাত্র-ছাত্রী থেকে অসুস্থ প্রসূতি বর্ষাকালে জল বাড়লে নদী পেরিয়ে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হয় সকলের। বর্ষা এলে নদীর জল স্তর বাড়তে থাকে নদীর বর্ষায় জলে ভরা যৌবন দেখার মত হয়ে ওঠে। তখন বন্ধ হয়ে ওঠে বাঁশের সাঁকো ভরসা জোগায় নৌকো। এছাড়াও নদী বাঁধ ভাঙনের কারণেও ঘাট দীর্ঘদিন এক জায়গায় স্থায়ী থাকে না। আরেক বাসিন্দা মঞ্জু মন্ডল বলেন, ফেরিঘাট পর্যন্ত আসার রাস্তা একেবারে ভয়াবহ। টোটো, ভ্যান তো দূরের কথা। সাইকেল, মোটর সাইকেল নিয়েও ভয়ে ভয়ে ঘাটে আসতে হয় আমাদের। চুবকার আরেক বাসিন্দা নিমাই ঘোষ বলেন, রাতে কারও কিছু সমস্যা হলেও আমাদের ওই রাস্তার উপরেই নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া শহরে যাবার বিকল্প রাস্তায় ১৮ কিলোমিটার বেশি ঘুরতে হয়। তাই সকলে এটি দিয়ে যাতায়াত করে। এছাড়া নদীর ধারে ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা থাকে। আলো নেই। আমরা চাই দ্রুত মমতার বন্ধন সেতুটি নির্মাণ শুরু হোক।

অপরদিকে বিজেপির তরফে বক্তব্য লক্ষীর ভান্ডার বিলি করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ভাঁড়ে মা ভবানী। শাসক দলের পক্ষে সেতু নির্মাণ অসম্ভব। কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত অর্থ পরিকল্পনা কোনটাই রাজ্যে ফলপ্রসূ করতে দিচ্ছে না বর্তমান রাজ্যের শাসক দল। তাই এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা স্বপ্নমাত্র। রাজ্যে পরিবর্তন হলে এই সেতু নির্মাণ হবে।

শাসকদলের তরফে জানানো হয়েছে। ঝাড়গ্রাম এবং মেদিনীপুর দুই লোকসভাতেই ২০১৯ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর বিজেপির সাংসদ ছিল। তারা কোনরকম এই ধরনের পরিকল্পনা নামা প্রশাসনের কাছে জমা দেয়নি। বিজেপি চাইলেই সে তো হতে পারতো। এই সাথে নির্মাণ করতে পারে একমাত্র শাসক দল। এই সেতু নির্মাণের পক্ষে সওয়াল বাম ও কংগ্রেসেরও। তাদের পক্ষে জানানো হয়েছে রাজনৈতিক কুট-কাচালিতে না গিয়ে আমরা চাই দ্রুত সেতু নির্মাণ হোক। সেতু চায় সাধারণ দুই গ্রামের মানুষও।

নির্বাচনের আবহে প্রতিশ্রুতি পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল সব দলই মিটেছে লোকসভা নির্বাচন দুই বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচন। জঙ্গলমহলের এরকম এক প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের মমতার বন্ধন সেতুর দাবি কতটা ফলপ্রসু হয় আগামী দিনে। কতটা দূরত্ব বুঝবে দুই জেলার দুই সদর ব্লকের মধ্যে সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

১-ম পাতার পর

কেদারনাথ থেকে চুরি হয়ে গেল ২২৮ কেজি সোনা এর হিসেব কে দেবে অভিযোগ তুললেন শংকরাচার্য

কিন্তু এর তীব্র বিরোধিতা করলেন স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। একই সঙ্গে কেদারনাথ ধামের মন্দিরের গর্ভগৃহের সোনার প্রলেপ লাগানোর কাজে কেলেঙ্কারির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবি করেছেন তিনি। বর্তমানে মুম্বাইয়ে আছেন স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। অনন্ত আম্বানি এবং রাধিকা মার্চেন্টের শুভ বিবাহের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুম্বাই এসেছেন তিনি। সোমবার তিনি বলেছেন, কেদারনাথ মন্দির দিল্লিতে তৈরি করা যায় না। ১২ সংজ্ঞায়িত জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে। এগুলির অবস্থান ঠিক করা আছে। দিল্লিতে কেদারনাথ মন্দির স্থানীয় অনধিকার চেষ্টা।সোনা চুরির এখনো কোন তদন্ত শুরু হয়নি?এর জন্য দায়ী কে? করা হচ্ছে। এরপর এখানে আরেকটি কেলেঙ্কারি হবে।

১-ম পাতার পর

বিজেপির নিজতলা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করছে ইডি ও সিবিআই নির্ভরতা নিয়ে

তৈরি করতে পারেন, তা হলে জিতবেন। আর যদি পরিশ্রম করে সংগঠন তৈরি করতে না পারেন, যাকে খুশি অ্যারেস্ট করুন, কোনও দিন জিততে পারবেন না।" এখানেই প্রশ্ন তুলছেন পদ্মশিবিরের জেলা স্তরের নেতাদের একাংশ। শহর হাওড়ার এক বিজেপি নেতার কথায়, "বিজেপির কর্মীদের মধ্যে ইডি, সিবিআই নির্ভরতা তৈরি করে দিয়েছেন রাজ্য স্তরের গুটি কয়েক নেতা। তাঁরা যে সব ভাষণ দিয়েছেন, তাতে কর্মীরা ভেবেছেন, সব এজেন্সির হাওয়ায় হয়ে যাবে। এখন সংগঠনের দোহাই দিলে কী করে হবে? এ কথা তো আগে তাঁদেরই ভাবা উচিত ছিল।" শুধু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নয়, 'রাজভবন নির্ভরতা'রও তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে হুগলির এক বিজেপি নেতা বলেন, "এই কথা প্রথম বলা শুরু করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সুকান্তদা অনেক পরে এ সব বলতে শুরু করেছিলেন। তখন অনেকেরই প্রশ্ন ছিল, রাজ্য সভাপতি আর বিরোধী দলনেতা কি প্রতিযোগিতায় নেমেছেন?" রাজ্য বিজেপির এক মুখপাত্রের বক্তব্য, "বিজেপির মতো দলে সংগঠনটাই মৌলিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হল, বাংলায় সেটাই পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে।" এই প্রসঙ্গে ওই মুখপাত্রের আরও বক্তব্য, "সুকান্তদা রাজনীতিতে নবীন। শুভেন্দুদা সংসদীয় রাজনীতিতে পোড়খাওয়া হলেও বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে তাঁর সম্যক ধারণা নেই।ভোট এবং সংগঠন যে পরস্পরের পরিপূরক, সেই বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে খামতি থেকে গিয়েছে।"

বিভিন্ন পুরনো ভিডিয়ো দেখিয়ে বিজেপির অনেক নেতা বলছেন, শুভেন্দু-সুকান্তেরাই ইডি-সিবিআই নিয়ে 'চমকানো'র রাজনীতি করেছিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা কী হবে, সে ব্যাপারে আগাম অনেক কিছু বলেছিলেন। তাতে দলের একটা অংশ উজ্জীবিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ভোটে জেতার মতো সংগঠন তৈরি হয়নি। আবার বিজেপি নেতৃত্বের অনেকে এ-ও বলছেন, যেখানে সংগঠন শক্তিশালী, সেখানে ভোটে এ বারও জয় এসেছে। সেখানে ইডি, সিবিআই লাগেনি।গত রবিবার পান্ডুয়ার সাংগঠনিক বৈঠকে সুকান্তের বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করিয়েও কিছু হবে না। কর্মীদেরই আরও সক্রিয় হতে হবে। তাঁর কথায়, "ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। তবে সেটা বিরিয়ানির মশলার মতো। বিরিয়ানির চাল আর মাংস দলের কর্মীদেরই হতে হবে। তবেই ভাল বিরিয়ানি হবে।" এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর একটি পুরনো ভিডিয়োর উল্লেখ করছেন বিজেপি নেতাদের অনেকে। যেখানে বিরোধী দলনেতাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "১৫ মিনিটের মধ্যে আধা সামরিক বাহিনীকে দিয়ে যদি ডান্ডার মার খাওয়াতে না পেরেছি, আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী নয়।" সুকান্ত-শুভেন্দু দু'জনের মুখেই একাধিক সময়ে 'যোগী আদিত্যনাথের মডেল', 'এনকাউন্টার' ইত্যাদি শব্দ শোনা গিয়েছে। যা অনেকের কাছেই 'ফাঁপা' মনে হচ্ছে। কেউ কেউ এ-ও বলছেন, ওই সব কথাকে অনেকে 'ঔদ্ধত্য' হিসেবে দেখেছেন।ভোট-পরবর্তী পর্বে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যে ছন্নছাড়া, তা দৃশ্যতই স্পষ্ট। সুকান্তের বক্তব্য তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ওই প্রসঙ্গ এখন এতটাই 'স্পর্শকাতর' যে, আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়াও জানাতে চাননি রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, "রাজ্য সভাপতির কোনও বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার এক্তিয়ার আমার নেই।" অনেকের মতে, সুকান্তের বক্তব্য যদি 'বিতর্কিত' না হত, দলে যদি আলোড়ন না ফেলত, তা হলে শমীক প্রতিক্রিয়া দিতেন। যেমন তিনি দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে হেতু বিষয়টি নিয়ে দলের ভিতরে-বাইরে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তাই শমীক বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। বস্তুত, তিনি পরোক্ষে সুকান্তের কোর্টেই বল ঠেলে দিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলের অনেকের বক্তব্য।

চা-বাগানে বন্ধুদের নিয়ে নাবালিকা প্রেমিকাকে গণধর্ষণ ; গ্রেফতার প্রেমিক

জলপাইগুড়ি : নিউজ সারাদিন : চা-বাগানে নাবালিকা প্রেমিকাকে গণধর্ষণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ডুয়ার্সের মেটেলি থানা এলাকার এই ঘটনায় অভিযুক্ত সাতজন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে মেয়েটির প্রেমিকও। পুলিশ সাতজনকেই গ্রেফতার করেছে।

সূত্র মারফত জানা গেছে, ঘটনার ভিডিয়ো করে রাখে অভিযুক্তরা। পরে সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। এরপরই নাবালিকার পরিবারের তরফে ডুয়ার্সের মেটেলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ সাতজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে ঘটনাটি ঘটে। ছ'জন ছেলে ডুয়ার্সের মেটেলি থানা এলাকায় এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসে। তার পর তারা বন্ধু ও বন্ধুর নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে চা-বাগানে যায়। সেখানে প্রেমিক ও তার বন্ধুরা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। সেই সময় তারা ভিডিয়ো রেকর্ডও করে। গত রবিবার সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায়। তার পরই এই নিয়ে হইচই পড়ে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ধৃতদের মধ্যে পাঁচজন নাবালক রয়েছে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি অসমে

এনএনএস: নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের বড় সাফল্যের পর অসমে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি-অগপ জোট সরকার মুসলিম বিরোধিতাকে অব্যাহত রেখেই অসমে নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তি জোরদার করতে চাইছে। কংগ্রেস, কৃষক মুক্তি সমিতি, বামপন্থী দলগুলি অসমে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, মুসলিম জঙ্গিবাদকে টার্গেট করেই অসমীয়া বাঙ্গালী হিন্দুদের পাশে বোড়ো উপজাতি, চা উপজাতি, নেপালি, হিন্দি ভাষী হিন্দুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জোট গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাইছেন বলেই বিরোধী শিবিরের অভিযোগ। ইন্ডিয়া জোট গঠনের পর অসমেও চ্যালেঞ্জের মুখে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বদরুদ্দিন আজমলে এ ইউ ডি এফ ও অন্য মুসলিম সংগঠনগুলির বিজেপি-আর এস এস বিরোধিতায় আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন কংগ্রেস ও বাম দলগুলির নেতারা। বদরুদ্দিন আজমলের সঙ্গে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সেটিং তত্ত্ব ভাসছে অসমের রাজনীতিতে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব রাহুল গান্ধীর ভারত যাত্রায় রাজনৈতিক অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে আশায় দিন গুনছেন।ইন্ডিয়া জোটে উৎসাহ বেড়েছে কংগ্রেসে।

কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন যে উজান অসম, নামনি অসম, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ে অভূতপূর্ব জয় পেয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে মূলতঃ সাংগঠনিক দূর্বলতার কারণেই অসমে কংগ্রেসকে তিন আসন জয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। করিমগঞ্জ অল্পের জন্য মূলতঃ সাংগঠনিক কারণেই হেরেছে কংগ্রেস দল।

এদিকে লোকসভা নির্বাচনে অসমে ১১ আসন দখলের পর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ গেরুয়া শিবিরের নেতা-নেত্রীরা এখন থেকেই ২৬-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক অনুশীলন জোরদার করতে চাইছেন। মুসলিম জনসংখ্যার অধ্যুষিত বিধানসভা আসণগুলি বাদ রেখে অসমীয়া-বাংগালী হিন্দু প্রধান, দলিত-উপজাতি-চা শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলিই এখন থেকে টার্গেট হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদের।

এজন্য অসমে বিধানসভা নির্বাচনের আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন, পুরসভা ও পুরনিগমগুলির নির্বাচন করে নিতে চাইছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর এস এস পঞ্চায়েত ও বুথভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার পাশে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার জোরদার করতে চাইছেন। বাঙ্গালী হিন্দুদের সমর্থনও সুনিশ্চিত করতে চাইছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তবে অসমের বিজেপি-আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতাদের আশঙ্কা যে, এবারের লোকসভা নির্বাচনের মত ২৬-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও তাঁর ইন্ডিয়া জোট শরিকরা কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করাতে পারে বিজেপি।

লোকসভা নির্বাচনে বদরুদ্দিন আজমলের হার ও এ ইউ ডি এফ-র শোচনীয় হারে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তীব্র হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে অসমের ৩৫-৩৬ শতাংশ বাঙ্গালী ও অসমীয়া মুসলিমরা পুরোটাই কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকতে পারে। এর ফলে বহু আসনেই ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কারণে কংগ্রেস বিজেপিকে টেক্কা দিতে পারে।

তাই বিজেপিও অসমের দুর্ভেদ্য হিন্দুত্বের গড় রক্ষায় যে ধর্মীয় বিভাজন সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাস্তায় যাবে তা নিয়ে নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল। এক্ষেত্রে এন আর সি ভীতির পাশে বাঙ্গালী হিন্দুদের সি এ এ-র ললিপাপ তুলে ধরা হতে পারে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি উত্তর-পুর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে অসমে সবচেয়ে ভাল ফল করলেও উত্তর প্রদেশের কাঁটা তাকে উদ্বেগেই রেখেছে।

২ পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ধারা অব্যাহত

এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা -নেত্রী,কর্মী - সমর্থকরা আনন্দে মেতে উঠেছে। চলছে মিষ্টি মুখ পর্ব। ৫৪ বছর মাকড়দহ কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসায় জগৎবল্লভপুর বিধান কেন্দ্রের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ডোমজুড় কেন্দ্রের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, ' বিরোধী দল গুলি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য ২৮ টি মনোনয়নপত্রের ফর্ম তুলেছিলেন। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অবস্থা দেখে তারা বুঝতে পারেন তাদের হার নিশ্চিত। সেই কারণে বিরোধী দল গুলি ৬৮ আসনের কোনো আসনেই মনোনয়নপত্র জমা দেননি। এই সমবায় সমিতিতে একটানা ৫৪ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা বামেরা এই সমিতিকে ঘুঘুর বাসায় পরিণত করেছিল। এবার আমরা এই সমবায় সমিতিতে পরিচালন সমিতির ক্ষমতায় এসেছি। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখবো ৫৪ বছর ধরে পরিচালন সমিতিতে ক্ষমতায় থাকা বামেরা কোনো অনিয়ম টা করেছিল কিনা। যদি অনিয়ম ধরা পড়ে আমরা তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এই সমবায় সমিতিকে আমরা নতুন ভাবে সাজিয়ে তুলে জনগণের সুখে - দুঃখে পাশে থেকে কাজ করবো।

হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় জেলা প্রশাসন, রাতের অন্ধকারে চলছে তেল পাচার

শুভাশীষ ঘোষ : নিউজ সারাদিন : এই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন থেকে জেলার এস ডিও বিডিও এমনকি জেলা শাসকরা পর্যন্ত আইন আদালতকে থোড়াই কেয়ার করেন। যেখানে সম্প্রতি এই রাজ্যের মূলতঃ তিনটি জেলায় অবৈধভাবে পেট্রোপণ্য লোডিং আন-লোডিং ও তাকে ভেজাল কড়ার বিরুদ্ধে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। গত ৪ জুলাই টি এস শিবালিঙ্গম ও বিচারপতি হীরণময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ একটি ওর্ডার পাশ করে বলেছেন,পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা শাসকরা একটি স্পেশাল টিম গঠন করবেন যাদের কাজ হবে এইসব অবৈধ তেল গোডাউন রেড করে ব্যবসা বন্ধ করা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া।যার কেস নং W.P.A(P)269/2024.যে ই অর্ডারের পর কিছু কিছু থানার বড়বাবু নড়েচড়ে বসলেও বেশিরভাগ থানা এই সব অবৈধ তেল গোডাউনগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন বলে স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।এই বিষয়ে সংবাদ সোচ্চার পত্রিকার ইউটিউব চ্যানেলে বেশ কিছু মন্তব্য এসেছে যাতে স্থানীয়দের দাবি রাতের অন্ধকারে এই ব্যবসা চলছে এবং তা প্রকাশ্যে পুলিশী মদতে। এরা রাতের দিকে ট্যাঙ্কার থেকে তেল নামাচ্ছে আর দিনের আলো ফোটার আগেই তা ডেলিভারি করে দিচ্ছে।আর পুরোটাই চলছে স্থানীয় কিছু থানার বড়বাবুদের মদতে। এব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ হল ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত বালিভাসায় অবৈধ তেল গোডাউন সম্পর্কে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য এখানে ঝাড়গ্রাম থানার আইসি ও মানিকপাড়া বিট হাউস আউট পোষ্টের সহযোগিতা ও মদতে সারা রাত ধরে অবৈধ তেল পাচার ও ভেজাল চলছে।যার জন্য থানা ডবল উপঢৌকন পাচ্ছে। অন্যদিকে একই ভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অধীনে কুমার গঞ্জ তেল গোডাউনে রাতের অন্ধকারে চলছে পেট্রোল , ডিজেল, বিটুমিনের লোডিং আন-লোডিংএর ব্যবসা।যা ভোর না হতেই সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে।এই ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে আগামী ২২ আগষ্ট মহামান্য প্রধান বিচারপতির নজরে আনা হবে বলে মামলাকারীর পক্ষে দাবি করা হয়েছে।

দুমাস আগে চলে গিয়েছে তাঁদের পদ, তবুও দিল্লিতে বাংলো আঁকড়ে রয়েছেন ২০০ জনেরও বেশি প্রাক্তন সাংসদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় দুমাস আগে চলে গিয়েছে তাঁদের পদ। তবুও দিল্লিতে বাংলো আঁকড়ে রয়েছেন ২০০ জনেরও বেশি প্রাক্তন সাংসদ! এবার সেই সাংসদদের বিরুদ্ধে নড়েচড়ে বসতে চলেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, বাংলো খালি করার জন্য প্রাক্তন সাংসদদের চিঠি পাঠাতে চলেছে সংসদীয় মন্ত্রক।তবে বাংলো আটকে রাখার অভিযোগে কোনও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে এখনও পর্যন্ত নোটিস পাঠানো হয়নি। উল্লেখ্য, চিঠি পাওয়ার আগেই নিজের বাংলো ছেড়ে দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বাংলো ছেড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন সাংসদদের তালিকায় বাংলা থেকে রয়েছেন অর্জুন সিং, লকেট চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষের মতো হেভিওয়েট নেতারা। বাংলো ছাড়ার চিঠি কি তাঁদের কাছেও এসেছে? উত্তর মেলেনি।নিয়ম অনুযায়ী, লোকসভা ভেঙে যাওয়ার একমাসের মধ্যেই বাংলো ছেড়ে দিতে হয় সাংসদদের।কিন্তু সূত্রের খবর, নির্বাচনের ফল ঘোষণা এবং শপথগ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বাংলো আটকে রেখেছেন বহু সাংসদ। সেই সংখ্যাটা ২০০ জনেরও বেশি! লুটয়েন্স দিল্লির বাংলো খালি করেননি কেউই। তবে সেই সাংসদদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংসদীয় মন্ত্রকের এক কর্তা জানিয়েছেন, "আপাতত ২০০ জনেরও বেশি প্রাক্তন সাংসদকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলো খালি করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে তাঁদের। আগামী দিনে আরও কয়েকজন প্রাক্তন সাংসদকে চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।" তাঁর কথায়, চিঠি পাওয়ার পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি প্রাক্তন সাংসদরা বাংলো খালি না করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৯৪ সংখ্যা ১৭ জুলাই, ২০২৪ বুধবার ০১ শ্রাবণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের মহামঞ্চে জার্সি বদল থেকে ফুলবদলেরও দিন

একুশে জুলাই শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক পার্বণের দিনই নয়, তৃণমূলের মহামঞ্চে জার্সি বদল থেকে ফুলবদলেরও দিন। গত কয়েক বছর ধরেই একুশের মঞ্চে সেই জার্সি বদলের ঘটনা দেখা গিয়েছে। এবারে কে কে বদলাবেন জার্সি? এই প্রশ্ন এখন ঘুরছে জোড়াফুল শিবিরে। তবে এখনও পর্যন্ত বড় কোনও ফুলবদলের ইঙ্গিত মেলেনি কোনও তরফেই।লক্ষ্যণীয় বিষয় প্রতি বছর একুশে জুলাইয়ের আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তৃণমূল নেতাদের পোস্ট ভাসে এই দলবদলের জল্পনা উস্কে দিয়ে। এবারে অসম্ভব রকমের সব চুপচাপ। কেন? প্রশ্ন ঘুরছে সর্বত্র। এর কারণ হিসাবে উঠে আসছে, এক - এবারে কেউ জার্সি বদলাবেন না একুশের মঞ্চে। আর দুই - বড় কোনও ফুলবদল ঘটতে চলেছে যার আগে এই নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বড় ফুল কে? সৌমিত্র খাঁ নাকি অন্য কেউ? সৌমিত্র কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বার বার জানিয়েছেন তিনি বিজেপিতেই থাকছেন। তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন না। তাহলে কী তাপস রায় ফিরছেন তৃণমূলে? অসম্ভব কিছুই নয়। কেননা মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলছেন না। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে এই একটি প্রশ্নে। তাই সকলের নজর থাকবে একুশের মঞ্চে।যদিও তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, পদ্মশিবিরের বেশ কিছু সাংসদ ও বিধায়ক ফুল বদল করতে চাইছেন। তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কখন তৃণমূল দরজা খুলবে তাঁদের যোগদানের জন্য। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পরে এখন এই প্রশ্নে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব হুট করে দলের দরজা খুলে দিতে চান না। তাই এবারের একুশের মঞ্চে বড় কোনও ফুলবদলের ঘটনার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে কেউ মনে করছেন না।তবে রাজনীতি চিরকালই সম্ভাবনার খেলা। আর তাই একদম গোপনে অনেক কিছুই ঘটে থাকে। যেমন ধরুন না, মুকুটমণি অধিকারী যে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেবেন সেই খবর বিজেপি বা তৃণমূলের কোনও নেতার কাছেই ছিল না। কিন্তু মুকুটমণি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এলেন, লোকসভা ভোটে প্রার্থীও হলেন, হেরে গিয়েও বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে লড়লেন এবং জিতে বিধায়ক পদও ধরে রাখলেন। তাই চট করে বলা মুশকিল যে একুশের মঞ্চে বড় কোনও চমক থাকবে না। কেননা জল্পনায় আছে, বিজেপির ২ সাংসদ ও ৫ বিধায়ল জোড়াফুলে যোগদানেই ইচ্ছা নাকি জানিয়েছেন। প্রয়োজনে ইস্তফে দিয়েও যোগ দিতে চান তাঁরা। কিন্তু এখনও নাকি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব সেই নিয়ে কোনও ইঙ্গিত দেননি তাঁদের। হয়তো একদম শেষ মহুর্তে সেটা প্রকাশ্যে আসবে একুশের মহামঞ্চে। আর তাই কিছুটা হলেও চাপে আছে বঙ্গ বিজেপি শিবির। একেই লোকসভা নির্বাচনে আসন কমেছে, বিধানসভার উপনির্বাচনে জেতা আসন হাতছাড়া হয়েছে। এখন যদি দলের সাংসদ আর বিধায়কেরাও চলে যান, কার্যত মুখ দেখানোর অবস্থা থাকবে না তাঁদের।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না। বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।' এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন। একশো বছর প্রার্থনার পর একটি ওঁ-কার ধ্বনি তাঁদের শ্রুতিগোচর হল এবং এক পঞ্চানন দশভুজ দেবতার আবির্ভাব ঘটল তাঁদের সম্মুখে। ইনিই মহাদেব শিব।বিষ্ণু বললেন, 'ব্রহ্মা আর আমি যুদ্ধ করে ভালোই করেছি। সেই জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।' শিব

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ডান কানে বড় ব্যান্ডেজ নিয়ে দলের জাতীয় সম্মেলনে ট্রাম্প

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে রিপাবলিকান পার্টি। স্থানীয় সময় সোমবার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের মিলওয়াকিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনে ডান কানে বড় একটি ব্যান্ডেজ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হাজির হতে দেখা যায়।

ট্রাম্প জানান, ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনেটর জেডি ভ্যান্স তার রানিং মেট হবেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একসময় কট্টর সমালোচনা করা ভ্যান্স, ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিল হামলার পর ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

শনিবার পেনসিলভানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্পের ওপর গুলির হামলা হয়। গুলি তার কানের ওপর দিয়ে চলে যায়। এরপরও তিনি রোববার মিলওয়াকির সম্মেলনে অংশ নেন। রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়, হামলার পরও জাতীয় সম্মেলন নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে।

এই জাতীয় সম্মেলন ১৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে এবং এতে বিভিন্ন রাজ্যের ২,৩৮৭ জন প্রতিনিধি ট্রাম্পের প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। চার বছর পর পর আয়োজিত এই সম্মেলনে এবারও ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন দেওয়া হলো।

৪৮০টিরও বেশি বাদামি ভালুক হত্যার অনুমতি রোমানিয়া পার্লামেন্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বে বাদামি ভালুক সবচেয়ে বেশি রয়েছে রাশিয়ায়, তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রোমানিয়া। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের এই দেশটির বিভিন্ন জঙ্গলে বসাবস করে অন্তত ৮ হাজার বাদামি ভালুক। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ৪৮০ টিরও বেশি ভালুক হত্যার অনুমতি দিয়েছে রোমানিয়ার পার্লামেন্ট। রোমানিয়ার পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, বাদামি ভালুকের আক্রমণে গত ২০ বছরে অন্তত ২৬ জন মানুষ নিহত এবং ২৭৪ জন আহত হয়েছেন। সম্প্রতি ভালুকের আক্রমণে কার্পেথিয়ান পর্বত মালায় এক ১৯ বছর বয়সী পর্বতারোহী নিহতের ঘটনায় দেশজুড়ে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় রাজধানী বুখারেস্টে। চলমান এই অস্থিরতার মধ্যে পার্লামেন্টে জরুরি অধিবেশন ডাকেন রোমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মার্সেল কিওলাকু। সেই অধিবেশনেই ৪৮১টি ভালুক হত্যার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং আইন প্রণেতারা সেই প্রস্তাবের পক্ষে রায় দেন।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে আজ আমারা এই লেখাতেই সবকিছু চিত্র ফুটে উঠবে ।বঙ্গোপসাগর উপকূলে গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। অষ্টাদশ শতকে বৃহত্তর সুন্দরবনের সীমানা একসময় কলকাতা অবধি বিস্তৃত ছিল। তখনকার সুন্দরবনের আয়তন ছিল, বর্তমানের সুন্দরবনের প্রায় দ্বিগুণ।বন কেটে আবাদ ভূমি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের আয়তন সঙ্কুচিত হতে হতে আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে।

ক্রমশঃ

একদিনে ১১ লাখ চারা রোপণ করে গিনেস রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রচারণা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ কর্মসূচির আওতায় ভারতজুড়ে আনুমানিক ১৪০ কোটি চারা রোপণ করা হবে। এর মধ্যে সাড়ে ৫ কোটি চারা রোপণ করা হবে মধ্যপ্রদেশে।

এদিকে, রবিবার একদিনে ১১ লাখের বেশি চারা গাছ রোপণ করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেছেন, ইন্দোর ইতোমধ্যেই ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের তকমা অর্জন করেছে। এবার একদিনে ১১ লাখের বেশি চারা রোপণের বিশ্ব রেকর্ডও অর্জন করল এই শহর। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই চারা রোপণের আয়োজন করা হয়েছিল। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সার্টিফিকেট এবং ছবি শেয়ার করে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মোহন যাদব বলেন, ইন্দোর এখন বিশ্বের ১ নম্বরে আছে। আমার ইন্দোরের ভাই ও বোনেরা পরিচ্ছন্নতার পর বৃক্ষরোপণে ইতিহাস তৈরি করার জন্য আমি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং একটি চারা রোপণ করেন। ইন্দোরের আগে একদিনে সবচেয়ে বেশি চারা লাগানোর রেকর্ড ছিল আসামের। ওই রাজ্যে একদিনে ৯ লাখ ২৬ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছিল।

গত কয়েক বছর ধরেই ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে স্বীকৃত পেয়ে আসছে মধ্যপ্রদেশের অর্থনৈতিক রাজধানী ইন্দোর। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই শহরে ৫১ লাখ চারা গাছ রোপণ করা হবে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২ হাজার বিএসএফ জওয়ানের পাশাপাশি শতাধিক এনআরআই সদস্য, ৫০টি স্কুলের এনসিসি ক্যাডেট, কয়েক হাজার স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

বিয়ের যে উপহার পেয়ে আপ্লুত সোনাক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ ৭ বছর সম্পর্কে থাকার পরে গত ২৩ জুন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল। ধর্মীয় আচারহীন বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের বেশ কয়েক জন তারকা এবং দম্পতির আত্মীয় পরিজন। বিয়েতে নানা রকম উপহার পেয়েছেন তারা। তবে সোনাক্ষীর মন ছুঁয়েছে একটি বিশেষ উপহার।

সোনাক্ষী সিনহার একটি পোস্ট বর্তমানে আলোচনায়। যেখানে তিনি তার বিয়েতে পাওয়া দুর্দান্ত উপহারের কথা জানিয়েছেন ভক্ত-অনুরাগীদের। অভিনেত্রীর বেশ কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে এই উপহার দিয়েছেন তাকে। কী সেই উপহার?

সোনাক্ষীর বিয়ে উপলক্ষ্যে আগামী এক বছর বিশেষ ভাবে সক্ষম এক শিশুর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন তার বন্ধুরা। সোনাক্ষীর শেয়ার করা পোস্টে তার বন্ধুদের তরফে লেখা, 'প্রিয় জাহির ও সোনা, তোমার বিয়ে উপলক্ষ্যে আগামী এক বছর আমরা এক বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুর পড়াশোনার খরচ বহন করব। মৌখিকভাবে বাকি কথা বলব, কারণ এখানে আর লেখার জায়গা নেই।' বেবি, আর্টসি, অ্যানা, কাপি, জো, আলি ও ইসু নামে বন্ধুরা সোনাক্ষীকে বিয়ের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ঘরোয়া আয়োজনে পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে জাহির ইকবালকে বিয়ে করেন সোনাক্ষী। সালমান খানের পার্টিতে আলাপ দুজনের। সেখান থেকেই শুরু প্রেম। সালমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইকবাল রতনসির পুত্র জাহির। সেই অর্থে ভাইজানের বউমা হয়েছেন সোনাক্ষী। সালমানের হাত ধরে বলিউড জার্নি শুরু সোনাক্ষীর, তেমনই ভাইজানের প্রযোজনায় তৈরি নোটবুক ছবির সাথেই অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু জাহিরের। হুমা কুরেশির সহ-প্রযোজনায়ও ডাবল এক্সএল্ল ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেন এই জুটি। তাদের বিয়েতে হাজির ছিলেন সালমান খান।

জ্যাকুলিনের জন্মদিন উপলক্ষে এবার যে উদ্যোগ নিলেন সুকেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় ফের ইডির সমন পেয়েছেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। বুধবার এই খবর শিরোনামে উঠে আসে। কিন্তু অভিযুক্ত সুকেশ এই মুহূর্তে ব্যস্ত জ্যাকুলিনের আসন্ন জন্মদিনের পরিকল্পনা নিয়ে।

দিল্লির জেল থেকেই 'বেবি গার্ল'-এর ৩৯তম জন্মদিনের উপহার নিয়ে ভাবিত সুকেশ। গ্রেফতার হওয়ার আগে জ্যাকুলিনের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তিনি। ২০০ কোটি রুপি জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে সুকেশের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, জ্যাকুলিনের উদ্দেশে নতুন একটি চিঠি লিখেছেন তিনি। সেখানেই অভিনেত্রীর জন্মদিন নিয়ে কথা বলেছেন সুকেশ।

আগামী ১১ আগস্ট জ্যাকুলিনের ৩৯তম জন্মদিন। এই দিন অভিনেত্রীর অনুরাগীদের জন্য বড় চমকের পরিকল্পনা করেছেন সুকেশ। জ্যাকুলিনের ১০০ জন অনুরাগীকে আইফোন ১৫ প্রো উপহার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। সুকেশ তার চিঠিতে জ্যাকুলিনকে 'বেবি গার্ল' সম্বোধন করে লিখেছেন, "যারা 'ইমি ইমি' (জ্যাকুলিনের মিউজিক ভিডিও) গানটি পছন্দ করেছেন, আগামী ৩০ দিনের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে ১০০ জনের নাম ঘোষণা করা হবে। বেবি জ্যাকির জন্মদিনে তাদের আইফোন ১৫ প্রো উপহার দেওয়া হবে।"

জ্যাকুলিনের এই মিউজিক ভিডিও যাতে মানুষ আরও বেশি করে শোনেন, সেই অনুরোধও তিনি করেছেন। চিঠিতে তিনি আরও লেখেন, "বেবি গার্ল আর মাত্র ৩০ দিন বাকি তোমার জন্মদিনের। আমি আর অপেক্ষা করে থাকতে পারছি না। বছরের এই দিনটা আমার সবচেয়ে পছন্দের। তোমার জন্মদিনের উদযাপনে তোমার মুখে হাসি দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। এই একটি বিষয়ই আমার হৃদয় স্পর্শ করে যায়।"

২০২১ সাল থেকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হচ্ছেন বলি অভিনেত্রী। শ্রীলঙ্কার নাগরিক হলেও দীর্ঘদিন বলিউডের সঙ্গে যুক্ত তিনি। অভিযোগ, সুকেশ চন্দ্রশেখর সমাজের উঁচু তলার ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলে আর্থিক প্রতারণা করতেন। এই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কে থাকায় ঘটনায় নাম জড়িয়েছে জ্যাকুলিনেরও।

যে কারণে সাবান বিক্রি করতেন গুলশান গ্রোভার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আশির দশকে অভিনয় জীবন শুরু করেন গুলশান গ্রোভার। ১০০টিরও বেশি ছবিতে করেছেন অভিনয়। হিন্দি ছবির পাশাপাশি অভিনয় করেছেন তামিল, তেলুগু, মরাঠি, পঞ্জাবি, এমনকি ইংরেজি ভাষার ছবিতেও। বেশিরভাগ সময় খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুলশান। বলিউডে তকমা পেয়েছেন 'ব্যাড ম্যান' হিসেবে। সর্বশেষ ২০২৩ সালেও চার্লি চোপড়া অ্যান্ড দ্য মিস্ট্রি অফ সোলাং ভ্যাল্লি সিরিজে অভিনয় করতে দেখা গেছে গুলশানকে। শোনা যাচ্ছে, কমল হাসানের 'ইন্ডিয়ান-২' নামের একটি তামিল ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি।

১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে জন্ম গুলশানের। সেখানে বাবা-মা, ভাই এবং বোনের সঙ্গে থাকতেন তিনি। দিল্লিতে স্কুল এবং কলেজের পাঠ চুকিয়ে দিল্লির একটি কলেজ থেকে বাণিজ্য নিয়ে করেন স্নাতকোত্তর।

স্কুলে পড়াকালীন অভিনয়ের প্রতি তার ছিল আগ্রহ। পরবর্তীতে কলেজে পড়াকালীন একটি নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেশাগত জীবনে অভিনয় শুরু করেন। অর্থাভাবে শৈশব কেটেছে গুলশনের। এমন বহু দিন কাটিয়েছেন, যখন সারা দিন কিছু না খেয়ে তাকে ঘুমোতে যেতে হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে গুলশান বলেন- 'ছোটবেলায় আমি স্কুলের জামা পরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তাম। কাঁধে থাকত একটি ভারী ব্যাগ। সেই ব্যাগে ভর্তি থাকত কাপড় কাচার এবং বাসন মাজার সাবান। স্কুল যাওয়ার পথে এই সাবান বিক্রি করতাম আমি।;

তিনি আরো বলেন, স্কুলে পড়ানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না বাবার। সাবান বিক্রি করে সেই টাকা জমিয়ে স্কুলের বেতন দিতে হতো।

দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে কলেজের পড়াশোনা শেষ করেন গুলশন। অভিনয় শিখবেন বলে মুম্বাইয়ের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হন। সেখানে অনিল কাপুর এবং সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে অভিনয় শিখেছেন গুলশান। পরে সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই অভিনয় শেখাতে শুরু করেন তিনি।

১৯৮০ সালে 'হাম পাঁচ' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে কেরিয়ার শুরু হয় গুলশনের। পরে একে একে 'রকি', 'সদমা', 'রাম লক্ষ্মণ', 'সওদাগর', 'শোলা অওর শবনম', 'দিলওয়ালে', 'মোহরা', 'আগ', 'দ্য গ্যাম্বলার', 'রাম জানে', 'ইয়েস বস', 'ডুপ্লিকেট', 'হেরা ফেরি', 'লজ্জা', 'জিস্ম', 'যযন্তরম মমন্তরম', 'টারজান দ্য ওয়ান্ডার কার', 'গ্যাংস্টার', 'এজেন্ট বিনোদ', 'ক্রুক', 'হেট স্টোরি ৪'-এর মতো বহু হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি।

'রাম লক্ষ্মণ' ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করে বলিউডে পান 'ব্যাড ম্যান'-এর তকমা। ভারতীয় ছবির পাশাপাশি ইরান, মালয়েশিয়া এবং কানাডার ছবিতেও অভিনয় করেছেন গুলশন।

আমেরিকার জনপ্রিয় সিরিজ 'ব্রেকিং ব্যাড'-এর হিন্দি ডাবিংয়ের সময় হেক্টরের চরিত্রে কণ্ঠ দেন গুলশন। তা ছাড়া 'প্রিজনার্স অফ দ্য সান', 'আমেরিকান ডেলাইট', 'এয়ার প্যানিক', 'বিপার'-এর মতো একাধিক ইংরেজি ভাষার ছবিতে অভিনয় করেছেন গুলশান।

গুঞ্জন আছে, সালমান খানের সাবেক প্রেমিকা সোমি আলির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন গুলশান। পরে অবশ্য সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। ১৯৯৮ সালে ফিলোমিনার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন গুলশান। ২০০১ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাদের। বিচ্ছেদের কয়েক মাস পরে কশিশ নামে আরেকজনকে বিয়ে করেন গুলশন। সেই সম্পর্কও বেশি দিন টেকেনি। ২০০২ সালে দ্বিতীয় বার বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন তিনি।

কানাঘুষা শোনা যায়, 'স্লামডগ মিলিয়নেয়র'ছবিতে পুলিশ কর্মকর্তারর চরিত্রে নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ ছিলেন গুলশান। কিন্তু অভিনেতা সে প্রস্তাব খারিজ করে দেয়ায় ইরফান খানকে দেয়া হয় প্রস্তাব।

গুলশানের ব্যক্তিগত সহকারি ছিলেন বলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী মন্দাকিনির ভাই ভানু। ফিলোমিনার সঙ্গে গুলশনের বিচ্ছেদের পর তাকে বিয়ে করেন ভানু। বিয়ের পর ফিলোমিনাকে নিয়ে লন্ডনে চলে যান তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সক্রিয় গুলশান। ইতোমধ্যেই ইন্সটাগ্রামে তার অনুসারীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ১৯ লাখ।

যে কারণে কখনো মা হতে পারবেন না রাখি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত মা হতে পারবে না। জরায়ুতে অস্ত্রোপচারের কারণে তিনি কখনো মা হতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। গত ১৪ মে রাখি সাওয়ান্তকে ভর্তি করা হয়েছিল ভারতের মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবিতে দেখা গেছে, হাসপাতালের বেডে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন রাখি। রাখির অসুস্থতা নিয়ে তার প্রথম ও সাবেক স্বামী রীতেশ বলেছিলেন, চিকিৎসকরা রাখির জরায়ুতে টিউমার পেয়েছেন। অস্ত্রোপচারও হয় তার। সেই অস্ত্রোপচারের কারণেই নাকি আর কখনো মা হতে পারবেন না রাখি। এই অভিনেত্রী বলেন, আমার চিকিৎসার জন্য অনেকটা খরচ সালমান খান দিয়েছেন। সালমান বরাবরই আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার মতো মানুষ হয় না।

প্রায় ১০ সেন্টিমিটারের একটি টিউমর ধরা পড়েছিল অভিনেত্রীর জরায়ুতে। খবরে সিলমোহর দেন খোদ রাখিই। এই সময় রাখির পাশে দাঁড়ান তার প্রথম স্বামী রীতেশ সিংহ। বেশ অনেক দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। হাঁটতে চলতেই সমস্যা হচ্ছিল রাখির।

যদিও সেই সময় রাখির যাই করছেন সবটাই নাটক বলে দাবি করেছেন তার দ্বিতীয় স্বামী আদিল। আদিল জানিয়েছিলেন, গোটাটাই না কি সাজানো ঘটনা। রাখি নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ! তিনি যে সব মামলা করেছেন রাখির নামে, সেগুলি থেকে বাঁচতেই অসুস্থতার ভান করছেন অভিনেত্রী।

বাবরকে অধিনায়কত্ব থেকে
সরাতে বললেন শহিদ আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টেস্টের অধিনায়ক হিসেবে শান মাসুদের ওপরই আস্থা রেখেছে পাকিস্তান। দীর্ঘ সংস্করণের কোচ জেসন গিলেস্পি ও নির্বাচকদের সঙ্গে আলোচনা করে মাসুদের অধিনায়ক থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

মাসুদ তার পরীক্ষায় পাস করলে বাবর আজমের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে সুতায়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ার পর থেকেই সমালোচনা শুনতে হচ্ছে তাকে। দলের ব্যর্থতার সঙ্গে যোগ হয়েছে তার সামনে থেকে নেতৃত্ব না দিতে পারার ব্যর্থতাও। তাই পাকিস্তানের অনেকেই তাকে আর অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান না। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হয়েছে শহিদ আফ্রিদির নাম।

বাবরকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলে আফ্রিদি বলেছেন, 'কোনো অধিনায়কই দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়নি। আমি পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলাম, ইউনিস খান এবং মিসবাহ-উল-হকও ছিল। কেউই খুব বেশি দিন নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়নি। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরপরেই আমাদের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।'

নতুন কাউকে দায়িত্ব দিয়ে তাকে সমর্থন দেওয়া উচিত বলেও মনে করেন আফ্রিদি। তিনি বলেছেন, 'বাবর আজম অনেক সুযোগ পেয়েছে। দুই-তিনটি বিশ্বকাপ এবং এশিয়া কাপ। আমার মতে, যাকে দায়িত্ব দেওয়া হোক না কেন তাকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন দিতে হবে।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি
পাকিস্তানে খেলতে যাবে ভারত?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে নারাজ ভারত। আগামী বছর পাকিস্তানে হওয়ার কথা এই প্রতিযোগিতা। কিন্তু রোহিত শর্মাদের ম্যাচগুলি হয়তো শ্রীলঙ্কা বা দুবাইয়ে হবে। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে এমনটাই জানা গেছে।

গত বছর এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে। কিন্তু ভারত সে দেশে গিয়ে খেলতে না চাওয়ায় হাইব্রিড মডেলে ওই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ভারতের ম্যাচগুলি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ফাইনালও হয়েছিল সেখানে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভারতের এক বোর্ড কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থাটিকে বলেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারত। আইসিসিকে বলা হবে ভারতের ম্যাচগুলি দুবাই বা শ্রীলঙ্কায় দেওয়ার জন্য।'

আটটি দেশ মিলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা হয়। ২০২৫ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে সেই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা। ফাইনাল ৯ মার্চ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ইতোমধ্যেই প্রতিযোগিতা আয়োজনের ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছে। পাক বোর্ডের তৈরি করা সূচি অনুযায়ী লাহোরে সাতটি ম্যাচ হওয়ার কথা। এ ছাড়াও রাওয়ালপিণ্ডিতে পাঁচটি এবং করাচিতে তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা। ১ মার্চ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা লাহোরে। যদিও এই সূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এটি প্রস্তাবিত সূচি।

২০০৮ সালের পর থেকে পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলতে যায়নি ভারত। ২০১২-১৩ সালের পর আর দ্বিপাক্ষিক সিরিজও খেলেনি এই দুই দেশ। গত বছর ভারত এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না গেলেও বাবর আজমরা বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে গিয়েছিল। তবে পাকিস্তানের ম্যাচগুলি রাখা হয়েছিল হায়দরাবাদ, আমদাবাদ, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং কলকাতায়। অন্য কোনও শহরে পাকিস্তানের খেলার অনুমতি ছিল না।

রোহিতরা পাকিস্তানে গিয়ে খেলবে কি না সেই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, ভারতীয় দলের পাকিস্তানে গিয়ে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আইসিসির আগামী বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

নিউজিল্যান্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাচিন, ফিরলেন আজাজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথবারের মত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন রাচিন রবীন্দ্রসহ চার জন। অন্য তিন ক্রিকেটার হলেন-বেন সিয়ার্স, উইল ও'রুর্ক এবং জ্যাকব ডাফি। চুক্তিতে ফেরানো হয়েছে স্পিনার আজাজ প্যাটেলকে।

চুক্তিতে থাকতে রাজি হননি সীমিত ওভারের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন এবং পেসার লুকি ফার্গুসন। তাদের সাথে চুক্তিতে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরেক পেসার এডাম মিলনে। অভিজ্ঞ অধিনায়ক উইলিয়ামসন চুক্তিতে না থাকায়, সাদা বলের ক্রিকেটে নতুন দলনেতা ঘোষণা করতে হবে নিউজিল্যান্ডকে।

গত বছর ভারতের মাটিতে ওয়নাডে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছেন রাচিন। আসরে ৫৭৮ রান করেন তিনি। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিকে ডাবলে রূপ দিয়ে ২৪০ রানের ইনিংস খেলেন রাচিন। গত মার্চে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে নিউজিল্যান্ডের বর্ষসেরা ক্রিকেটার খেতাব 'স্যার রিচার্ড হ্যাডলি মেডেল' জিতে নেন তিনি।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকতে পেরে রোমাঞ্চিত রাচিন। তিনি বলেন, 'বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে দেখতাম প্রতি বছরই চুক্তির তালিকা দেওয়া হচ্ছে, তখন ভাবতাম আমিও একদিন তালিকায় থাকবো। এখন সেটা সত্যি হচ্ছে। এটি গায়ে চিমটি কেটে দেখার মতো অবস্থা। গত ১২ মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দারুন সময় কেটেছে। অনেক শিখেছি এবং অবশ্যই আরও উন্নতি করতে এবং ব্ল্যাকক্যাপসদের হয়ে পারফর্ম করতে ক্ষুধার্ত হয়ে আছি।'

গত মৌসুমে নিজেদের টেস্ট অভিষেকে নজরকাড়া পারফরমেন্স করেছেন ও'রুর্ক ও সিয়ার্স। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হ্যামিল্টনে ৯ উইকেট শিকার করেন ও'রুর্ক। টেস্টের সাথে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতেও খেলার সুযোগ পান এই পেসার।

ক্রাইস্টচার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে ৯০ রানে ৪ উইকেট নেন সিয়ার্স। টি-টোয়েন্টিতেও নিয়মিত এ ক্রিকেটারের ১৭ ম্যাচে ১৯ উইকেট আছে।

এখনও টেস্ট অভিষেক হয়নি নিউজিল্যান্ড দলে অনিয়মিত খেলোয়াড় ডাফি। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর দেশের হয়ে ৬টি ওয়ানডে ও ১৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ২৯ বছর বয়সী ডাফি। সর্বশেষ ঘরোয়া মৌসুমে ৩১ উইকেট শিকার করেছেন তিনি।

প্যাটেলের সাথে নিউজিল্যান্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ফিরেছেন ব্যাটার হেনরি নিকোলস। পিঠের ইনজুরির কারনে পুর্নবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন পেসার কাইল জেমিসন।

নিউজিল্যান্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত ক্রিকেটার যারা: ফিন অ্যালেন, টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, টম লাথাম, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, উইল ও'রুর্ক, আজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, বেন সিয়ার্স, ইশ সোধি, টিম সাউদি এবং উইল ইয়ং।

৮১ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে বার্নাব্যুতে এমবাপ্পের অভিষেক অনুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদে নতুন মিশন শুরু করবেন এমবাপ্পে। আগামী ১৬ জুলাই ভেন্যু বার্নাব্যুতে রিয়ালের সমর্থকরা বরণ করবেন তাদের নতুন তারকাকে। বরণ অনুষ্ঠানে ৮১ হাজার দর্শক উপস্থিতি থাকার কথা ভেন্যুটিতে।

৩ জুন মধ্যরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফরাসিকে নিজেদের বলে ঘোষণা দেয় রিয়াল। আগামী পাঁচ মৌসুম সাদা জার্সিতে মাঠ মাতাবেন ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী এই ফরাসি তারকা।

২০১৮ সালে পিএসজিতে নাম লেখানোর পর থেকে ৭ নম্বর জার্সিতে খেলেন এমবাপ্পে। তবে, নতুন ক্লাবে ফরাসি অধিনায়ককে নতুন জর্সিতে মাঠে দেখা যাবে। অবশেষে তার জার্সি নম্বর ও পরিচিতি পর্বের আনুষ্ঠানিক সময় জানা গেছে।

আগামী ১৬ জুলাই বার্নাব্যুতে ফ্রান্স অধিনায়ককে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। সেদিন তার গায়ে থাকবে ৯ নম্বর জার্সি। যে জার্সি পরে এর আগে ব্রাজিলিয়ান তারকা রোনালদো, করিম বেনজেমা, এমিলিও বুট্রাগুয়েনো এবং আলফ্রেডো ডি স্টেফানোর মতো তারকারা মাঠ মাতিয়েছেন।

ইউরোর এবারের আসরে এমবাপ্পের কারণে ফ্রান্সকে শিরোপা জয়ের অন্যতম দাবিদার ভাবা হয়েছিল। কিন্তু পুরো আসরে নিজের ছায়া হয়ে ছিলেন ফরাসি অধিনায়ক। যদিও টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে খেলতে নেমেই নাক ভাঙেন তিনি। তাই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলেননি। পরে মাস্ক পরে খেলার সুযোগ মিললেও চিরচেনা আক্রমণাত্মক রূপে দেখা যায়নি তাকে।

তবে স্পেনের বিপক্ষে সেমিফাইনালের ম্যাচে স্বচ্ছন্দ ছিলেন এমবাপে। তার বাড়িয়ে দেয়া বলেই গোল করে দলকে এগিয়ে নেন কোল মুয়ানি। তবে এরপর ফরাসিদের আর কেউই গোল করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলের হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে দিদিয়ের দেশমের শিষ্যদের।

ইউরো থেকে ছিটকে যাওয়ার পর এমবাপে সমর্থকদের জানিয়েছেন, 'আমার টুর্নামেন্ট? খুব কঠিন ছিল। এটাকে ব্যর্থই বলতে হবে। আমাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার, আমারও আশা ছিল শিরোপা জয়ের। আমরা তা পারিনি। কাজেই ব্যর্থ বলতেই হবে।'

বিতর্কিত সেই পেনাল্টি নিয়ে
মুখ খুললেন কেইন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোর দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথমার্ধে হ্যারি কেইনের শট ঠেকাতে গিয়ে তাঁকে ফাউল করে বসেন নেদারল্যান্ডসের ডেনজিল ডামফ্রিস। ভিএআরে যাচাই করে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। ইংল্যান্ড পেনাল্টি পাওয়ার পর থেকেই চলছে সমালোচনা ঝড়। বিশ্লেষকদের মধ্যেও চলছে বিতর্ক।

খোদ সাবেক ইংলিশ ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিল মনে করছেন, এটা পেনাল্টি নয়। আইটিভিকে তিনি বলেছেন, 'ডিফেন্ডার হিসেবে মনে করি, এটা লজ্জার। সহজাতভাবেই শট ঠেকানোর চেষ্টা করা হবে, এটা পেনাল্টি নয়। পেনাল্টি হওয়ার ধারেকাছেও ছিল না। আমরা সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমরা জানি না, পেনাল্টি কী। সত্যি বলতে এটা পেনাল্টি নয়। আমার মনে হয় বক্সে এমন শট ঠেকানোর লাইসেন্স আছে।'

অন্যাদিকে আইটিভিকে কেইন বলেছেন, 'আমার পা ঝুলে ছিল, অবশ্যই সে আমাকে ধরেছে। মাঝেমধ্যে আপনি এগুলো পাবেন, মাঝেমধ্যে পাবেন না। সুযোগ পেয়ে অবদান রাখতে পেরে ও বল জালে জড়াতে পেরে আমি খুশি। আসলেই চমৎকার এক অনুভূতি।'

শেষ পর্যন্ত কেইনের ইংল্যান্ড ম্যাচটি জেতে ২-১ গোলে।

অধিনায়কত্ব ছাড়লেন হাসারাঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন তারকা অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। যদিও হঠাৎ করেই নেওয়া এমন সিদ্ধান্তের কারণ স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তার সিদ্ধান্ত শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ।

অধিনায়কের পদ ছাড়ার বিষয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) বরাবর হাসারাঙ্গা লিখেছেন, 'একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি সব সময় শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চটুকু দেব। বরবরের মতোই অধিনায়ক এবং দলের প্রতি আমার সমর্থন থাকবে এবং পাশে থাকব।'

তার আবেদন পত্র শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। হাসারাঙ্গার অধিনায়কত্বে গত ছয় মাসে ১০টি টিটোয়েন্টি খেলেছে শ্রীলঙ্কা, এর মধ্যে ছিল সদ্য সমাপ্ত টিটোয়েনিট বিশ্বকাপও। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব থেকেই বাদ পড়ে শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপ শেষে কোচ সিলভারউড দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক অধিনায়ক সনাৎ জয়াসুরিয়া। এবার অধিনায়কত্বেও নতুন কাউকেউ দেখা যেতে পারে। জায়গায় আলোচনা হচ্ছে চারিথ আসালাঙ্কাকে নিয়ে।

মেসির রেকর্ড ভাঙলেন রদ্রিগেজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৪ বিশ্বকাপ! বড় কিছুর প্রত্যয়েই স্বপ্ন বুনেছিল কলম্বিয়ানরা। অলীক কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাদামেল ফ্যালকাও। তবে কলম্বিয়ানদের স্বপ্নদর্শনে সবচেয়ে বড় তারকাকে এড়িয়ে গোটা আকর্ষণ নিজের দিকে কেড়ে নেন অন্য এক তরুণ। দেশের হয়ে ১০ নম্বর জার্সিতে ফোটালেন দুর্দান্ত ফুটবল শৈলী। সময়ের পরিক্রমায় বৈশ্বিক যেকোনো লড়াইয়ে কলম্বিয়ানদের বড় এক নাম এখন হামেস রদ্রিগেজ।

ততদিনে বড় কোনো ক্লাবের হয়ে মাঠ মাতানো হয়নি। তবে ব্রাজিল বিশ্বকাপের পরই রাতারাতি বড় তারকা বনে যান মোনাকোতে খেলা এই তরুণ। গ্রুপ পর্বে জাপানের বিপক্ষে তার করা গোল বিশ্বকাপের সেরা গোল হিসেবে বিবেচিত হয়। শেষ ষোলো থেকে সেবার বিদায় নিলেও ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছিলেন এই উইঙ্গার। এরপর বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফিতে বিশ্বকাপের ২০তম আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে দলে ভেড়ায় স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ।

লস ব্ল্যাঙ্কোস শিবিরে পাড়ি জমিয়ে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি রদ্রিগেজ। এরপর ধারে তাকে নিয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখ। সেখানেও নিস্প্রভ ছিলেন অ্যাটাকিং এই মিডফিল্ডার। তবে ১০ বছর পর ফের অগ্নিশিখা ছড়াচ্ছেন। কোপার আমেরিকার ৪৮তম আসরে আরও একবার রদ্রিগেজ চমকের দেখা মিলছে। নেস্টর লরেঞ্জোর কলাকৌশলে ২৮ ম্যাচ ধরে অপরাজিত কলম্বিয়া। ভয়ডরহীন ফুটবল কৌশলে আসরের অন্যতম হট ফেবারিট ব্রাজিলকেও বিদায় করে দিয়েছে তারা। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে উরুগুয়ের জয়রথ থামিয়ে ২০০১ সালের পর প্রথমবার কোপার ফাইনালে জায়গা করেছে কলম্বিয়ানরা।

দুর্ধর্ষ দলটির মধ্যমণি হয়ে শিরোপার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সেই রদ্রিগেজ। পাপেট মাস্টারের মতো সতীর্থদের খেলাচ্ছেন। ফাইনালে ওঠার পথে রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী লিওনেল মেসির রেকর্ডও ভেঙেছেন ছন্দের তুঙ্গে থাকা এই উইঙ্গার। কোপার এক আসরে সর্বোচ্চ ৬টি অ্যাসিস্ট করেছেন আল-রাইয়ান এই তারকা। এর আগে, এক আসরে সর্বোচ্চ ৫ অ্যাসিস্ট করেছিলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে জোড়া অ্যাসিস্ট করেছিলেন তিনি। পরের ম্যাচে কোস্টারিকার বিপক্ষেও এক অ্যাসিস্ট ছিল তার। পানামার বিপক্ষে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে জয়ের দিনেও জোড়া অ্যাসিস্ট করেন। নিজের পায়ের জাদুতে গোলও আদায় করে নেন। ফাইনাল নিশ্চিতের ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষেও জড়িয়ে আছে তার নাম। জেফারসন লারমার মাথা ছুঁয়ানো বলে অ্যাসিস্ট করেন তিনি। সবমিলিয়ে ৭ গোলে সরাসরি অবদান রেখে তর্কাতীতভাবেই চলতি আসরের সেরা পারফর্মার ৩২ বছর বয়সী এই তারকা।

ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে নিজের দুর্দান্ত ফর্ম ধরে রাখতে পারলে জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের প্রথম শিরোপাও এখন তার জন্য সময়ের দাবি। সেই সঙ্গে আসরের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও তার হাতে ওঠা অনেকটাই নিশ্চিত। ২৩ বছর পর কোপার শিরোপা জয়ের ক্ষেত্রে বুড়ো হামেসই কলম্বিয়ার বাজির ঘোড়া।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR